তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর : ৮৮২

**চলচ্চিত্র পরিচালক সোহানুর রহমানের ইন্তেকালে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সোহানুর রহমান সোহানের ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীতে নিজ বাসায় ৬৪ বছর বয়সে সোহানের শেষ নিশ্বাস ত্যাগের সংবাদে শোকাহত কানাডা সফররত মন্ত্রী প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

তথ্যমন্ত্রী তাঁর শোকবার্তায় বলেন, সোহানুর রহমান সোহানের চলে যাওয়া দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে এক বেদনাবিধুর অধ্যায়। করোনার ক্রান্তিকাল পেরিয়ে সিনেমা জগৎ আবার ঘুরে দাঁড়ানোর এই সময় তাঁর মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি। এর সাথে মঙ্গলবার রাতে সোহানুর রহমান সোহানের স্ত্রীর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে ইন্তেকাল আরেক বিয়োগান্তক ঘটনা।

সালমান শাহ, মৌসুমী, শাকিব খানকে রূপালি পর্দায় নিয়ে আসা চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সাবেক সভাপতি সোহান তার নির্মিত 'কেয়ামত থেকে কেয়ামত', 'স্বজন', 'আমার ঘর আমার বেহেশত', 'অনন্ত ভালবাসা' এমন সব চলচ্চিত্রের মাঝে বেঁচে থাকবেন, বলেন হাছান মাহ্‌মুদ।

#

আকরাম/এনায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর : ৮৮১

**ভূমি অপরাধ আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমি সংক্রান্ত অপরাধে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখা**

**-- ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমি সংক্রান্ত অপরাধ থেকে মানুষকে বিরত রাখা। প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্ব ও সাহসিকতার কারণে আমরা জাতিকে এই আইন উপহার দিতে পেরেছি।

মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় সংসদে গতকাল গৃহীত তিনটি ভূমি বিষয়ক বিলের বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সূচনা বক্তব্যে এ কথা বলেন। মন্ত্রী পরে সাংবাদিকদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন। ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সংসদ কর্তৃক গৃহীত তিনটি ভূমি বিষয়ক বিল হচ্ছে ‘ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩’, ‘ভূমি সংস্কার আইন, ২০২৩’ এবং ‘বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইন, ২০২৩’। এই তিনটি বিলে এখন রাষ্ট্রপতি সম্মতি দান করলে তা আইনে পরিণত হবে এবং আইন হিসেবে গেজেটের মাধ্যমে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সংসদের আইন হিসেবে প্রকাশ করা হবে।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করে এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে। এটা একেবারে নতুন আইন। মাঠে কার্যকর হবার পর আমরা বুঝতে পারব কী কী পর্যায়ে সংশোধন প্রয়োজন। তা অনুযায়ী পরবর্তীতে সংশোধন হবে।

ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন নিয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ভূমি বিষয়ক অপরাধকে ৮টি মৌলিক ভাগে ভাগ করা হয়েছ, এসব হচ্ছে ‘ভূমি প্রতারণা’, ‘ভূমি জালিয়াতি’, ‘অবৈধ দখল’, ‘ক্রেতা বরাবর বিক্রিত ভূমির দখল হস্তান্তর না করা’, ‘সীমানা বা ভূমির ক্ষতিসাধন’, ‘সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা জনসাধারণের ব্যবহার্য ভূমির অবৈধ দখল, প্রবেশ বা কোনো কাঠামো নির্মাণ বা ক্ষতিসাধন’, ‘সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের স্বার্থযুক্ত বা জনসাধারণের ব্যবহার্য ভূমি অবৈধ ভরাট, শ্রেণি পরিবর্তন, ইত্যাদি’, ‘মাটির উপরি-স্তর কর্তন ও ভরাট’। এছাড়াও আরো ৪ ধরণের অপরাধকে সম্পূরক করা হয়েছে: আদেশ অমান্য, অপরাধ সংঘটনে সহায়তা বা প্ররোচনা, অপরাধ পুনঃ সংগঠন, কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।

ভূমি সংস্কার আইন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ব্যক্তি পর্যায়ে ৬০ বিঘার অধিক কৃষি জমির মালিক হওয়া যাবে না। উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত ভূমির ৬০ বিঘার অধিক হলে উত্তরাধিকারী পছন্দমত ৬০ বিঘা ভূমি রাখতে পারবে এবং অবশিষ্ট ভূমি সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ দিয়ে খাস করবে। তবে কেউ যদি ৬০ বিঘা জমি থাকা সত্ত্বেও বেআইনিভাবে নামে-বেনামে নতুন করে অধিক জমি ক্রয়করে তাহলে তার অতিরিক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং এক্ষেত্রে সরকার কোনো ক্ষতিপূরণ দিবে না। তিনি বলেন, যেসব এলাকায় চলমান বিএস জরিপ কার্যক্রম এখনো শেষ হয়নি সেখানে বিএস জরিপ বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন বিষয়ে মন্ত্রী আরো বলেন, ভূমি প্রতারণা সংক্রান্ত অপরাধ এবং ভূমি জালিয়াতি সংক্রান্ত অপরাধের বিচার কাজ প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হবার বিধান রয়েছে। ১৮০ কার্যদিবসে বিচার কাজ শেষ করতে হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান এতে প্রযোজ্য হবে। ভূমি প্রতারণা সংক্রান্ত অপরাধ, ভূমি জালিয়াতি সংক্রান্ত অপরাধ, অবৈধ দখলচ্যুত ব্যক্তির দখল পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত আদেশ এবং অপরাধ পুনঃ সংগঠনের বিচার ব্যতিত আইনে উল্লেখিত অন্যান্য অপরাধ তফসিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিচার করা যাবে। এছাড়া, ভূমি প্রতারণা সংক্রান্ত অপরাধ এবং ভূমি জালিয়াতি সংক্রান্ত অপরাধ অজামিনযোগ্য এবং অন্যান্য অপরাধ জামিনযোগ্য এবং আপসযোগ্য।

ভূমি সচিব জানান, ভূমি প্রতারণা সংক্রান্ত অপরাধ এবং ভূমি জালিয়াতি সংক্রান্ত অপরাধে অনধিক ৭ বছর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড, অন্যান্য অপরাধে অনধিক ২ বছর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড এবং একই অপরাধ পুনঃ সংগঠন করলে দ্বিগুণ দণ্ডের বিধান রয়েছে আইনে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব মোঃ আব্বাছ উদ্দিন ও প্রদীপ কুমার দাস, যুগ্মসচিব মোঃ খলিলুর রহমান ও মোঃ নজরুল ইসলামসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

নাহিয়ান/পাশা/এনায়েত/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৮০

**২০তম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার্ন এন্ড ফেব্রিক শো উদ্বোধন**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

আজ পূর্বাচল নতুন শহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে ‘২২তম টেক্সটেক বাংলাদেশ ২০২৩ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো’, ‘২০তম ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার্ন এন্ড ফেব্রিক শো’ এবং ‘৪২তম ডাই+ক্যাম বাংলাদেশ ২০২৩ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো’ সিরিজ অভ্ এক্সিবিশনের বাংলাদেশ সংস্করণের উদ্বোধন করেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, ﻿﻿বর্তমান সরকার দক্ষ, স্মার্ট ও প্রতিযোগিতায় সক্ষম একটি বস্ত্র ও পোশাকখাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে। এজন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধরনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। ইতোমধ্যে, সরকার ‘বস্ত্র আইন, ২০১৮’ অনুযায়ী বস্ত্রখাতের সকল অংশীজনদের নীতি সহায়তা প্রদান করছে। আমি আশা করি, এ ধরনের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের বস্ত্রখাত আরো আধুনিক, উন্নত ও স্মার্ট হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হবে।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার সর্বদা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে উদার ব্যবসায়িক নীতি অনুসরণ করছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, বন্দর সুবিধা উন্নতকরণ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। দেশের মানুষ তার সুফল ইতোমধ্যে ভোগ করছে।

তিনি বলেন, পোশাকখাতের ব্যবসায়ীদের নতুন নতুন পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বহুমুখীকরণ করে রপ্তানির বাজার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকট মোকাবিলা করে বাংলাদেশের রপ্তানিখাত অনেক উন্নত দেশের চেয়ে অনেক ভালো করেছে। আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে সবকিছু এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে।

এই প্রদর্শনীতে ২ হাজার ২৪৫ এর অধিক বুথসহ ৩৭টি দেশের প্রায় ১ হাজার ৬৭৫টিরও বেশি কোম্পানি প্রতিনিধিত্ব করছে। এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল মেশিনারি, ইয়ার্ন, ফেব্রিক, ট্রিমস, একসেসরিজ, ডাইস্টাফ এবং টেক্সটাইল কেমিক্যালসসহ সর্বাধুনিক টেক্সটাইল পণ্যসমূহ প্রদর্শন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সমগ্র টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস শিল্পের ক্রেতা-বিক্রেতাদের জন্য অত্যাধুনিক এবং নিত্য-নতুন প্রযুক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এটি একটি ওয়ান-স্টপ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। এই প্রদর্শনীগুলো টেক্সটাইল শিল্প সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক নির্মাতাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ প্রদান করছে; যা, প্রতিযোগিতামূলক অ্যাপারেল সোর্সিংয়ের বিশ্ব বাজারে লাভজনক লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আয়োজকদের অভিমত।

সেমস-গ্লোবাল ইউএসএ এর টেক্সটাইল সিরিজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ‘ইনোভেশন এন্ড সাসটেইনেবিলিটি’ প্রদর্শন করা। যেহেতু টেক্সটাইল শিল্পকে ক্রম-পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয় সেহেতু এই প্রদর্শনীগুলো সংশ্লিষ্ট নির্মাতাদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, টেকসই ও পরিবেশ-বান্ধব উপকরণগুলো প্রদর্শনের জন্য একটি বড় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সেমস-গ্লোবাল ইউএসএ এন্ড এশিয়া প্যাসিফিক এর প্রেসিডেন্ট এবং গ্রুপ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেহেরুন এন. ইসলাম। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান ও সিইও এএইচএম আহসান, বস্ত্র অধিদপ্তর, বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ নূরুজ্জামান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা) মোহাম্মদ আনয়ারুল আলম। অপরদিকে অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন ফেডারেশন অভ্ বাংলাদেশ চেম্বার্স অভ্ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) সভাপতি মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ)- এর সভাপতি ফারুক হাসান।

#

সৈকত/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৯

**শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে বিএটিবি’র প্রায় সাড়ে ১৮ কোটি টাকার চেক হস্তান্তর**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ১৮ কোটি ৪১ লাখ ৭৩ হাজার ৭৮৫ টাকার চেক হস্তান্তর করেছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি)।

আজ সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের হাতে বিএটিবি-এর প্রতিনিধিদল এ চেক হস্তান্তর করেন।

এসময় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ এহছানে এলাহী, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন, বিএটিবি’র এরিয়া হেড অভ্ ট্যালেন্ট, কালচার এন্ড ইনক্লুশন-এইচ আর সাদ জসিম, হেড অভ্‌ লিগ্যাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স সুদেশ পিটার, সিনিয়র ম্যানেজার-এক্সটার্নাল রিলেশনস আরাফাত জায়গীরদার, কনসালট্যান্ট এক্সটার্নাল অ্যাফায়ার্স আখতার আনোয়ার খান এবং বিজনেস কমিউনিকেশন্স ম্যানেজার ফুয়াদ বিন সাজ্জাদ উপস্থিত ছিলেন।

#

ফেরদৌস/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ৮৭৮

**গুণগতমানের ডিজিটাল যন্ত্র উৎপাদনের হাব হিসেবে টেশিসকে গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর**

**--ডাক ও টেলিযোগাযোযোগ মন্ত্রী**

 ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস)কে গুণগতমানের ডিজিটাল যন্ত্র উৎপাদনের হাব হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো এবং ডিভাইস উৎপাদনের প্লান্টসমূহের আধুনিকায়নের পাশাপাশি স্মার্ট ফোন, কম্পিউটার - ল্যাপটপ, সিমকার্ড, ব্যাটারি সেল (লিথিয়াম - আইওন) চার্জার, পাওয়ার ব্যাংক, রাউটার এবং আইওটি ও রোবটিক্স ডিভাইস উৎপাদনে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর মিলনায়তনে টেশিস এর ভৌত অবকাঠামো আধুনিকায়ন, নতুন ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদন ও সংযোজন প্লান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান প্লান্টসমূহের উৎপাদন –সংযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের সমন্বিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন সংক্রান্ত টেশিস আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী টেলিফোন শিল্প সংস্থাকে স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী ডিজিটাল যন্ত্র উৎপাদনে সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা পরিহার্য উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী দিনে বইয়ের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের হাতে ট্যাব কিংবা ল্যাপটপ দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের হাতে ল্যাপটপ পৌঁছে দিতে ২০১৫ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স বৈঠকে টেশিসকে শক্তিশালী করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে টেশিসকে পুরোপুরি প্রস্তুত করার কাজ আমরা শুরু করেছি। তিনি বলেন টেশিসকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই একমাত্র লক্ষ্য নয়, এর সাথে আবেগ জড়িয়ে আছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন। টেশিসকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমাকেই বলা হয়েছিল। এটা আমার আবেগের জায়গা উল্লেখ করেন মন্ত্রী। শিক্ষার ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের অগ্রদূত মোস্তাফা জব্বার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, দক্ষ জনবল ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও টেলিফোন শিল্প সংস্থাকে লাগসই ডিজিটাল যন্ত্র উৎপাদন ও সংযোগের জন্য নির্ভরযোগ্য করে গড়ে তোলা যাবে না তা হতে দিতে পারি না। টেলিফোন শিল্পসংস্থা উৎপাদিত দোয়েল ল্যাপটপ ইতোমধ্যেই আস্থার জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

২০১১ সালে দোয়েল যাত্রা শুরু করার পর গুণগতমানের ঘাটতিসহ নানা কারণে দোয়েলকে অনেকটাই গ্রাহকের আস্থার জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সে অবস্থা এখন আর নাই। টেশিস সে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে। আইসিটি বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরবরাহকৃত হাজার হাজার দোয়েল কম্পিউটার ও ল্যাপটপ অত্যন্ত গুণগত মানসম্পন্ন ডিভাইস নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছেবলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ, কে, এম, আমিরুল ইসলাম, জিনাত আরা ও মোহাম্মদ রেজাউল করিম, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আজম আলীসহ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৭

**দেশের মেধাবী তরুণ প্রজন্মের জন্য তৈরি হয়েছে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত**

**--আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

 হবিগঞ্জ, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, দেশের মেধাবী তরুণ প্রজন্মের  জন্য তৈরি হয়েছে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত। তিনি বলেন, তরুণ-তরুণীদের সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এ সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা ফ্রিল্যান্সিং, আউটসোর্সিং, ই-কমার্স উদ্যোক্তা এবং মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপার হয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে। সময়ের চাহিদার সাথে তালমিলিয়ে নিজেরা যাতে দক্ষতা তৈরি করতে পারে সে লক্ষ্যে প্রতিবছর এ সেন্টারের কারিকুলাম পরিবর্তন করা হবে বলেও তিনি জানান।

  প্রতিমন্ত্রী আজ হবিগঞ্জ সদর উপজেলার আনন্দপুরে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসরকারি বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী।

তরুণদের চাকরির পেছনে ছুটতে হবে না উল্লেখ করে পলক বলেন, এই ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তারা শুধু নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে না অন্যদেরও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করবে। তিনি আরো বলেন আমাদের নীতি- কথা কম, কাজ বেশি এবং সময়ানুবর্তিতা অনুসরণ করা। শুধু সময়মতো না; সময়ের আগে আমরা কাজ করতে চাই। তিনি তরুণদের ঢাকামুখী হতে হবে না উল্লেখ করে  বলেন  এই ট্রেনিং সেন্টার থেকে প্রতি বছর অত্র এলাকার ১ হাজার ছেলে মেয়ে সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। এর বাইরেও হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে সরাসরি ও ভার্চুয়ালি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে।

  প্রতিমন্ত্রী বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে আমাদের নতুন ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন ও বিকাশে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।  ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যেকটি সেবাকে সহজ, সুলভ ও দুর্নীতিমুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় কয়েকজন সফল ফ্রিল্যান্সারের নাম উল্লেখ করে পলক বলেন, যারা চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হয়েছে তারাই আরো অনেকের চাকরির ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন।

  প্রতিমন্ত্রী বলেন, আইসিটি বিভাগ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সুরক্ষা, জরুরি হেল্প লাইন ৯৯৯, ৩৩৩ নম্বর এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার ও প্রশাসনিক কাজে সরকারের ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে দেশকে মানবিক রাষ্ট্র গড়ে তুলছে।

  এর আগে প্রতিমন্ত্রীদ্বয় হবিগঞ্জ সদর উপজেলার আনন্দপুরের শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

  বাংলাদেশ হাই-টেক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিএসএম জাফর উল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যোর মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট আবু জাহিদ, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবিশন সেন্টারের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আতিকুল ইসলাম।

#

শহিদুল/পাশা/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৬

**১৯তম Malaysia International Halal Showcase-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ**

কুয়ালালামপুর, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

বিশ্বের বৃহত্তম Halal Showcase হিসেবে পরিচিত মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক হালাল শোকেস এর ১৯ তম আসরে বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করছে।

খাদ্য ও পানীয়, মডেস্ট ফ্যাশন, ই-কমার্স, ইসলামিক ফিন্যান্স ও ফিনটেকসহ মোট ১৩টি ক্লাস্টারে বিশ্বের ৪০টি দেশের ১০৪০টি প্রতিষ্ঠান ১৮০০টি বুথের মাধ্যমে এই মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশ হাইকমিশন, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়ার সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই মেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ৯টি বুথে মোট ১৬ টি বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। মালয়েশিয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে আয়োজিত মেলাসমূহের মধ্যে এটিতেই বাংলাদেশ বড় পরিসরে অংশগ্রহণ করছে।

মালয়েশিয়ার Ministry of Investment, Trade and Industry এবং Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) এর আয়োজনে Malaysia International Trade & Exhibition Centre-এ এই মেলা চলবে ১২-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, এই মেলাতে মালয়েশিয়ার Halal Development Corporation Berhad (HDC) এবং Department of Islamic Development of Malaysia (JAKIM) সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ গোলাম সরোয়ার আজ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন  করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশি  ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে মালয়েশিয়ায় তাদের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

এসময় হাইকমিশনার উপস্থিত সাংবাদিকদের জানান, হালাল পণ্যের বাণিজ্য একটি ক্রমবর্ধমান সেক্টর। বাংলাদেশ বিশ্বের ৩য় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও হালাল পণ্য বাণিজ্যে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

হাইকমিশনার এ সময় বাংলাদেশে হালাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে বলেন, সারা বিশ্বে বর্তমানে হালাল বাণিজ্যের পরিমাণ ২ দমমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলার, ২০৩০ সালে বাণিজ্য বেড়ে দাঁড়াবে ৩ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ যদি এর  ১০% বাজার ধরতে পারে তাহলে ৩৬০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হবে,  ১% ধরলেও ৩৬ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্যের  সুযোগ সৃষ্টি হবে। সে লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে।

এ সময় Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) এর পরিচালক এস জয়শংকর, আয়োজককারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ, বাংলাদেশ হাইকমিশনের দূতালয় প্রধান ও কাউন্সিলর (রাজনৈতিক) ফারহানা আহমেদ চৈাধুরী, কাউন্সিলর (রাজনৈতিক) প্রনব কুমার ভট্টাচার্য, কাউন্সিলর (কনস্যুলার) রাসেল রানা, প্রথম সচিব (প্রেস) সুফি আব্দুল্লাহিল মারুফ, প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) প্রণব কুমার ঘোষ, প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) রেহানা পারভীনসহ হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাসহ প্রবাসী বাংলাদেশীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো শ্রী আনোয়ার ইব্রাহীম এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী দাতো শ্রী ড. আহমেদ জাহিদ হামিদি বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন এবং বাংলাদেশের প্রদর্শিত পণ্যসমূহকে সম্ভাবনাময় হিসেবে উল্লেখ করেন।

১২ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো শ্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ১৯তম Malaysia International Halal Showcase এবং The Global Halal Summit (GhaS) 2023 উদ্বোধন করেন। এ সময় মালয়েশিয়ার বিনিয়োগ, বাণিজ্য, শিল্পমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রীসহ বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৭৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ৮৭৫

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

 ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ৬২ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ১০৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৭৬ জন।

#

 সুলতানা/পাশা/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৪

**লিবিয়ায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হতাহতে শোক প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

লিবিয়ায় প্রলয়ংকরী ঝড় ও বন্যায় হাজার হাজার মানুষ নিহত ও নিখোঁজের প্রেক্ষিতে দেশটির সরকার এবং জনগণের প্রতি শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

গতকাল লিবিয়ার ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আল তাহির সালেম মোহাম্মদ আল বোরের কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন, ‘পূর্ব লিবিয়ায় ভূমধ্যসাগরীয় ঝড় ড্যানিয়েলের ধ্বংসলীলায়, বিশেষ করে বেনগাজি, আল-বায়দা, দেরনা, সাহাত, আল-মারি এবং জাবেল আল-আখদারে জীবন ও সম্পদের ক্ষতিতে আমি গভীরভাবে ব্যথিত। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ২ হাজার ৮শ এর বেশি প্রাণহানি এবং নিখোঁজ থাকা ব্যক্তিদের জন্য সমবেদনা জানাচ্ছি। শোকাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য আমরা আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছি।’

ড. মোমেন শোকবার্তায় আরো বলেন, ‘আমি নিশ্চিত যে, জাতির সংহতি ও দৃঢ়তায় লিবিয়া এই কঠিন সময় কাটিয়ে উঠবে। সর্বশক্তিমান তাদের এই দুর্যোগ কাটিয়ে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তোলার শক্তি ও সাহস দিন।’

ড. মোমেন লিবিয়ার ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য এবং বন্ধুপ্রতিম দেশটির জনগণের শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

#

মোহসিন/মেহেদী/শাম্মী/রবি/রাসেল/কামাল/২০২৩/১৩০০ ঘণ্টা

Handout Number : 873

**Bangladesh UK to work together more closely on trade, security issues**

Dhaka, 13 September:

Bangladesh and the United Kingdom showed keen interest to work more closely on economic, trade and security issues as the Britain's Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) and Foreign Minister of Bangladesh held the fifth UK-Bangladesh Strategic Dialogue yesterday in Dhaka. The Dialogue covered the full breadth of the Bangladesh-UK relationship, including political and diplomatic relations, economic, trade and development partnerships, and global, regional and security issues. Foreign Secretary Masud Bin Momen and FCDO Permanent Under-Secretary Sir Philip Barton co-chaired the dialogue.

During the dialogue, The UK, as the second-largest cumulative investor in Bangladesh, welcomed the second Bangladesh-UK Trade and Investment Dialogue earlier this year, and the Aviation Trade and Investment Partnership signed in May. The two sides agreed to work together to increase mutual prosperity ahead of Bangladesh's graduation from Least Developed Country status. Bangladesh welcomed the UK's generous Developing Countries Trading Scheme and acknowledged its role in integrating Bangladesh into the global economy, creating stronger trade and investment opportunities. The UK and Bangladesh agreed to establish a Joint Working Group on migration and returns, and other equities in the justice and home affairs space. Both countries also agreed to conclude the Standard Operating Procedures governing the returns documentation processes and timescales prior to the first session of this Working Group by October.

The UK and Bangladesh agreed to continue cooperation on global and regional security. The two sides reflected on their strong defence cooperation, and looked forward to the Defence Dialogue that will take place in London next year. The UK and Bangladesh discussed the negative economic impact of Russia's war in Ukraine. The UK was clear that Russia should immediately cease attacks on Ukraine's port and grain infrast cture, which are driving up the price of essential goods in Bangladesh and around the world.

The UK noted the need for improved livelihood provisions for the Rohingya to ensure a more sustainable return to Rakhine State. The UK announced a further £3m contribution to the Rohingya response, taking its total contribution since 2017 to £368m.

Both countries expressed appreciation for the UK-Bangladesh Climate Partnership, launched in January 2020, which facilitated the exchange of expertise and whole-of-society engagement and the UK-Bangladesh Climate Accord which was signed in March 2023. UK and Bangladesh will cooperate closely in the run-up to COP28. Both sides reiterated the urgent need for all countries to take ambitious action to combat climate change.

#

Mohsin/Mehedi/Shammi/Mahmudul/Masum/2023/1046 hour

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭২

**জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ প্রথমবারের মতো ‘জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস’ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই শুভক্ষণে আমি স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল সদস্য এবং এদেশের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। এ দিবসের মাধ্যমে মাটি ও মানুষের আরো কাছাকাছি যাওয়া এবং জনগণকে সেবা প্রদানের নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘সেবা ও উন্নতির দক্ষ রূপকার, উন্নয়নে-উদ্ভাবনে স্থানীয় সরকার’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শনের মাধ্যমে এদেশে স্থানীয় সরকারের মূল ভিত্তিভূমি রচিত হয়, যা তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুস্পষ্ট করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি অন্যতম পরিকল্পনা ছিল- ‘নতুন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো রাস্তা, ড্রেন ও সেচ ব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ, জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণ পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।’ সে পরিক্রমায় সারাদেশে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বহুমাত্রিক সুবিপুল কার্যক্রমে কর্মতৎপর ও নিবেদিত।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার বিগত সাড়ে ১৪ বছরে পল্লী খাতে ৭৫ হাজার ৮২৫ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন এবং ৪ লাখ ৩৫ হাজার ৩০৭ মিটার নতুন ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ করেছে। আমরা ১ লাখ ২১ হাজার ৬২৩ কি.মি. পাকা সড়ক ও ১ লাখ ৫৮ হাজার ৫৭৯ মিটার ব্রিজ/ কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ পুনর্বাসন করেছি। ১ হাজার ৭৬৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৪০৬টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/ সম্প্রসারণ করেছি। তাছাড়া ২ হাজার ৮৭৪টি গ্রোথ সেন্টার ও হাট-বাজার উন্নয়ন, ১ হাজার ৪৯১টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ এবং বিভিন্ন সড়কে ৬ হাজার ৯৯১ কি.মি. বৃক্ষরোপণ করেছি। পাশাপাশি, নাগরিক জীবন মান উন্নয়নে ১১ হাজার ২৬৮ কি.মি. সড়ক ও ফুটপাত, ৪ হাজার ৬২৫ কি.মি. ড্রেন, ১৭ হাজার ৯৭২ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট, ৪৭টি বাস ও ট্রাক টার্মিনাল, ৫৭ হাজার ২২৪টি ল্যাট্রিন ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ৫৫টি কমিউনিটি সেন্টার, ৫টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট এবং ২৬৯টি ডাস্টবিন নির্মাণ করেছি। এছাড়া ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদখাতে ১ হাজার ৮৯৫.৮৬ কি.মি. বাঁধ পুনর্নির্মাণ/ উন্নয়ন, ১ হাজার ৮৭৪টি পানি সম্পদ অবকাঠামো/ রেগুলেটর নির্মাণ, ৭ হাজার ২০৫ কি.মি. খাল খনন/ পুনঃখনন এবং ২০টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে।

আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ দেশের জনগণ। সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণকে আরো সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের দাবি-সমস্যার কথা শুনতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্থানীয় সরকারকে স্মার্ট ও সেবামুখী করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত- সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে আমরা সক্ষম হব, ইনশাল্লাহ।

আমি ‘জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

নুরএলাহি/মেহেদী/শাম্মী/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭১

**জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৯ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

‘‘বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনতার মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এ দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও অর্থনীতির শক্ত ভিত গড়ে তোলার জন্য স্বাধীনতার পরপরই নবরূপে গঠন করা হয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, আইনকানুন ও বিধিবিধান। দেশে শুরু হয় বহুমুখী উন্নয়নের নতুন ধারা। বঙ্গবন্ধুর দিকনির্দেশনায় সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্থানীয় শাসনের বিধানের আলোকে নাগরিক সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে এ বিভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সিটি কর্পোরেশন হতে শুরু করে, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যন্ত পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণ উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে প্রেক্ষিতে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘সেবা ও উন্নতির দক্ষ রূপকার, উন্নয়নে-উদ্ভাবনে স্থানীয় সরকার’ যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করি দিবসটি পালনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ও সাধারণ জনগণের মেলবন্ধন আরো দৃঢ় হবে এবং সেবাপ্রাপ্তি হবে সহজ ও ঝামেলামুক্ত। স্থানীয় সরকার অধিকতর দক্ষতার সাথে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা, অবকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবে এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে -এটাই সকলের প্রত্যাশা।

স্থানীয় সরকার দিবস পালন সফল হোক-এ কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

রাহাত/মেহেদী/শাম্মী/রাসেল/মাহমুদা/কলি/কামাল/২০২৩/১০৫০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ